IRIS GROUP

Zirani, Kashimpur, Joydevpur, Gazipur

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ ও ব্যবহার না করার নীতিমালা ও পদ্ধতি

(Ban Chemical No Use Policy & Procedure)

পলিসি / নীতিমালাঃ

রাসায়নিক পদার্থের নিয়ন্ত্রনহীন ব্যহারের ফলে মানুষের মধ্য নানা প্রকার জটিল রোগব্যাদি সৃষ্টি হচ্ছে। এবং নানা প্রজাতির উদ্ভিদ-প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। তাই এই নীতিমালা ও পদ্ধতির মৌলিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়, ব্যবহার সংরক্ষন এবং অপসারন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তরিত বর্ণনা ও বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা দেওয়া যাতে সুরক্ষিতভাবে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠিত হয়।

কর্তৃপক্ষ বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করা ও ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আইনের বিধান ঃ

কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়, ব্যবহার, সংরক্ষন ও অপসারনের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০), ZDHC স্ট্যাডর্ট মেনে ও দেশের প্রচলিত পরিবেশ আইনের সাথে সম্পুরক জাতিসংঘের পরিবেশ নীতিসমূহ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্বাক্ষরিত পবিেশ নিংয়ন্ত্রনের জন্য প্রবিধ, রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের নির্দেশনা, বাংলাদেশ ক্যামিকেল করপোরেশন কর্তৃক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রন বিধিমালা অনুসরন করে থাকেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে, কারখানার অভ্যন্তরে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ও ক্রয় না করে পরিবেশ দুষণমুক্ত রাখা। এই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পন্যের গুনগত মান ও পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রাখাই এর মুল লক্ষ্য।

অর্গানাইজেশন ঃ

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় না করা ও ব্যবহার না করা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া যাহাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও সম্পন্ন হয় সে জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক কর্মধারা ও কর্মপদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

অর্গানোগ্রাম ঃ রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ, তা ব্যবহার, সংরক্ষন, অপসারন নীতিমালা ও পদ্ধতি” নিম্নোক্ত চার্টে বর্ণিত দায়িত্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দ্বারা বাস্তবায়ন ও তদারকি করে থাকে।

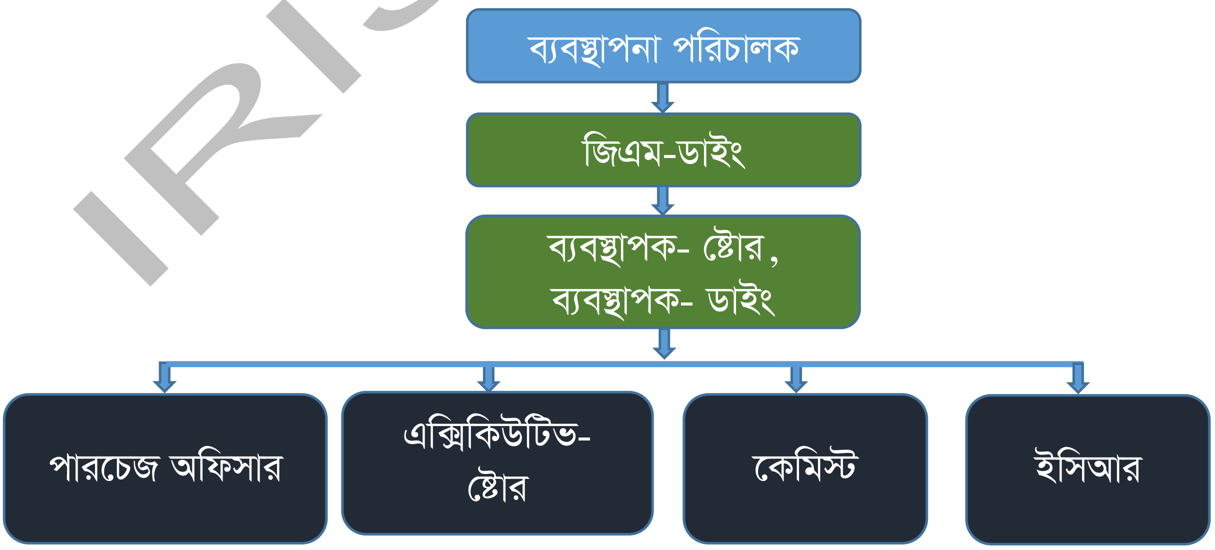

IRIS GROUP

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ ও ব্যবহার না করার নীতিমালা ও পদ্ধতি
(Ban Chemical No Use Policy & Procedure)

২.২ দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ ঃ

ব্যাবস্থাপনা পরিচালক ঃ

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশ প্রদান করবেন।

জিএম- ডাইং ঃ

বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করা এবং প্রশিক্ষন ও অসারণের বিষয়ে নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

ব্যবস্থাপক- ষ্টোর ও ই.সি.আর ঃ

ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিক তৈরী করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।
রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দ ওরাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য যাতে কারখানায় সরবরাহ না করে সে ব্যাপারে অবগত করবেন।
রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তাবৃন্দদেরকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য রিকুইজিশন না দেওয়ার চন্য অবগত করা।

এক্সিকিউটিভ (পারচেজ)ঃ বায়্যার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করার জন্য পদাধিকারী।

এক্সিকিউটিভ (ষ্টোর)ঃ নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য মজুত করা না করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।

কমপ্লায়েন্স বিভাগ ঃ বায়্যার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করা সম্পর্কে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করার জন্য অবগত করে থাকেন।

৩। রুটিন এন্ড প্রসিডিউর ঃ

অত্র প্রতিষ্ঠানের নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে নিম্নের নিয়ম মাফিক কর্মধারা ও কর্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

বাস্তবায়ন পক্রিয়া

০১. বায়ারের চাহিদা মাফিক ষ্টাইল ও অর্ডারের বিপরীতে কি কি কেমিক্যাল লাগবে তা উল্লেখ করে স্যাম্পল সংগ্রহ করার জন্য চাহিদা পত্র তৈরি করে সাপ্লাইচেইনকে অবগত করতে হবে।

০২. কেমিক্যাল ক্রয় সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবশ্যই কেমিক্যাল বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে অথবা কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ হতে হবে।

০৩. সাপ্লাইচেইন উল্লেখিত কেমিক্যালের সকল TDS, MSDS সহ স্যাম্পলের জন্য পরিচিত সাপ্লায়রদের (Potential Chemical Supplier) অবগত করবে।

০৪. সাপ্লায়ার TDS,MSDS, CoA(Certificate of Analysis) সহ স্যাম্পল কেমিক্যাল ষ্টোরে সরবরাহ করবে।

০৫. কেমিষ্ট উক্ত কেমিক্যালের গুণগত মান নির্ণয় করে একটি রিপোর্ট সাপ্লাইচেইনকে অবগত করবে। রিপোর্ট ভাল হলে কেমিক্যালটি R&D সেকশনে দেয়া হবে। রিপোর্ট ভাল না হলে অন্য সাপ্লায়রদেরকে একই ভাবে স্যাম্পল দেয়ার জন্য অবগত করা হবে।

০৬. R&D সেকশন TDS অনুযায়ী স্যাম্পল গার্মেন্টস করবে। যদি স্যাম্পল কেমিক্যাল ব্যবহৃত গার্মেন্টস পাশ হয় , তবে কেমিক্যালের দাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলা হয়। সব কিছু ঠিকমত হলে কেমিক্যালের অরিজিনাল TDS, MSDS, REACH, SVHC, GOTS, Oeko-Tex Standard, All Buyers' RSL Comppliance Cerrtificate, APEO, AZO, Formaldehyde free declaration certificate soft & hard copy চাওয়া হয়।

০৭. Environment & Chemical Responsible সকল ডকুমেন্টস ঠিক আছে কিনা নিশ্চিত করবে।

IRIS GROUP

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ ও ব্যবহার না করার নীতিমালা ও পদ্ধতি
(Ban Chemical No Use Policy & Procedure)

০৮. অত:পর বায়ারদের RSL এ উল্লেখিত নিষিদ্ধ কেমিক্যাল তালিকার অর্ন্তভুক্ত কিনা তা MSDS ও RSL চেক করে নিশ্চিত করা হয়। কেমিক্যাল অর্ডার করার পূর্বে থার্ড পার্টি ল্যাব দিয়ে কোন প্রকার ক্ষতিকর কেমিক্যাল আছে কিনা তা যাচাই করা হয়। রিপোর্ট ভাল হলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য ব্যবস্থপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

০৯. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কেমিক্যালটি অর্ডার করার জন্য সাপ্লাইচেইনকে অবগত করবে এবং সাপ্লাইচেইন অর্ডর করবে। কেমিক্যালটি ইন-হাউজ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাইচেইন তা ফলো-আপ করবে।

১০. কেমিক্যালটি কারখানায় পৌঁছালে সর্ব প্রথম সিকিউরিটি ইনচার্জ চেক করবে সব কিছু অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা, পরবর্তীতে ষ্টোর ইনচার্জ কেমিক্যালগুলো ডেলিভারী চালানের সাথে মিলিয়ে পরিমাণ বা সংখ্যা ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করে ডাইং হেড এবং কারখানার প্রশাসন প্রধানকে অবগত করে কেমিক্যালগুলো আনলোড করে কেমিক্যালের ড্রাম বা কার্টনের গায়ে FIFO (First In First Out) নম্বর কেমিক্যালের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ষ্টোরে সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. পরবর্তীতে Environment & Chemical Responsible কেমিক্যালের ড্রাম বা কার্টনের লেবেল ঠিক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে বাংলা ভাষায় MSDS ও লেবেল লাগিয়ে দিবেন। কেমিক্যাল যদি তরল হয় তবে সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারী কনটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. পরবর্তীতে অনুমোদিত রেসিপি অনুযায়ী রিকুইজিশনের মাধ্যমে ষ্টোর থেকে কেমিক্যাল নিয়ে প্রোডাকশনে ব্যবহার করবে।

১৩. ব্যবহৃত কেমিক্যাল মিশ্রিত তরল বর্জ্য ইটিপি'র মাধ্যমে পরিশোধনের পর ZDHC Standard মানমাত্রা বজায় রেখে তা বাহিরে নির্গত করতে হবে। ইটিপি স্লাজ পরিবেশ বান্ধব উপায়ে নির্গত করতে হবে।

১৪. কেমিক্যাল বর্জ্য সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.১ ইমপ্লিমেন্টেশন রুটিন ঃ

কি বাস্তবায়ন করা হবে।	কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।	কে বাস্তবায়ন করবে (পদবী)	কখন বাস্তবায়ন করা হবে	নিস্পত্তির সময়সীমা
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা তৈরী।	বিভিন্ন বায়ারের নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা অনুসরন	ব্যবস্থাপক- ষ্টোর, ব্যবস্থাপক- ডাইং ও ইসিআর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	১ সপ্তাহ
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা।	নীতিমালা অনুসরন	ব্যবস্থাপক- ষ্টোর, ব্যবস্থাপক- ডাইং ও ইসিআর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	১ সপ্তাহ
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের জন্য রিকুইজিশন তৈরী না করা	নীতিমালা অনুসরন	ব্যবস্থাপক- ষ্টোর, ব্যবস্থাপক- ডাইং ও ইসিআর	রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়ের সময়	চলমান
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা ক্রয় বিভাগকে অবহিত করা।	সভা/ মিটিং এর মাধ্যমে	ব্যবস্থাপক- ষ্টোর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা সম্পর্কে ষ্টোর বিভাগকে অবহিত করা।	সভা/ মিটিং এর মাধ্যমে	ব্যবস্থাপক- ডাইং ও ইসিআর	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	
নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা।	সভা/ মিটিং এর মাধ্যমে	ইসিআর ও কমপ্লায়েন্স বিভাগ	বায়ার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের তালিকা প্রকাশের সাথে সাথে।	

IRIS GROUP

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ ও ব্যবহার না করার নীতিমালা ও পদ্ধতি

(Ban Chemical No Use Policy & Procedure)

৩.২ । যোগাযোগ ও প্রশিক্ষন ঃ

যোগাযোগের বিষয়াবলী	যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও উপাদান	যোগাযোগের মাধ্যম	সময়	সময়সীমা
সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করুন।	সভা (মিটিং)	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর, কমপ্লায়েন্স	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর।	০৭ দিন
ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করন।	সভা (মিটিং, মিটিং এর বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করন ও সংরক্ষন)	বিভাগীয় প্রধান (এইচ আর ও কমপ্লায়েন্স)	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর।	০৭ দিন
উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্টদের অবহিত করন।	সভা, প্রশিক্ষন (মিটিং ও ট্রেনিংএর বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধকরন ও সংরক্ষন	এইচআর কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর।	০৭ দিন
অভ্যন্তরীন কর্মীদের অবহিত করন	সচেতনতা, প্রশিক্ষন, সভা ও পি.এ সিসটেম	এইচআর কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর।	০৭ দিন
নতুন কর্মীদের সাথে যোগাযোগ	প্রশিক্ষন, সভা ও পি.এ সিসটেম	এইচআর কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার টিম	নীতিমালা অনুমোদন ও সংশোধিত হওয়ার পর।	০৭ দিন

৪। নিয়ন্ত্রন ও ফলাবর্তন ঃ

কার্যাবলী	পদ্ধতি	মাধ্যম	কখন
আভ্যন্তরীন পরিদর্শন ক) ইন্টারভিউ পদ্ধতি	১. কর্মীদের ইন্টারভিউ ২. কর্তৃপক্ষের ইন্টারভিউ ৩. নথিপত্র যাচাই। ৪. পরিদর্শন	অভ্যন্তরীন পরিদর্শন টিম	রুটিন অনুযায়ী
রিপোটিং	১. প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরী। ২. পরিদর্শক এবং কর্তৃপক্ষের সাথে মিটিং ৩. প্রাপ্ত ইস্যুর মুল কারন উৎঘাটন। ৪. কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ	অভ্যন্তরীন পরিদর্শন টিম	রুটিন অনুযায়ী
নিয়ন্ত্রন	১. রিস্ক এনালাইসিস ২. প্রিভেন্টিভ একশন ৩. তদারকী	এইচ আর কমপ্লায়েন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার	রুটিন অনুযায়ী
সংশোধন	১. প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী পলিসিতে যদি কোন প্রকার পরিবর্তন প্রয়োজন হয় তা হলে পরিবর্তন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান	প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব অনুসারে।

ইমপ্লিমেনটেশন ও কমিউনিকেশন

আলোচ্য অনুচ্ছেদের কর্মপ্রনালী রুটিন ও প্রসিডিউর অংশে আলোচিত হয়েছে।

ফিডব্যাক এন্ড কন্ট্রোল

ইন্টারনাল অডিট এর মাধ্যমে আমরা পলিসির ফিডব্যাক অংশটি নিশ্চিত করি।

ম্যানেজমেন্ট মিটিং

০১. প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর ইন্টারনাল সামারী অডিট রিপোটের ভিত্তিতে উক্ত বিষয়ের উপর ম্যানেজমেন্ট মিটিং করা হয়।
০২. মিটিং এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
০৩. সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একশান প্ল্যান কার্যকর করা হয়।

মনিটরিং কর্তৃপক্ষ

(১) পরিচালক, (২) জিএম- প্রশাসন, এইচ আর ও কমপ্লায়েন্স, (৩) ব্যবস্থাপক- কমপ্লায়েন্স

উক্ত নীতিমালা আইরিশ গ্রুপ এর সকল কারখানার জন্য প্রযোজ্য হবে।

IRIS GROUP

নিষেধাজ্ঞা আরোপকৃত রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহ ও ব্যবহার না করার নীতিমালা ও পদ্ধতি

(Ban Chemical No Use Policy & Procedure)

যদি প্রসেসে ভুলক্রমে আমদানিকৃত নিষিদ্ধ কেমিক্যাল পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই নীতিমালা নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে :

১. নিষিদ্ধ কেমিক্যাল পাওয়ার সাথে সাথে অন্য কেমিক্যাল হতে পৃথক করে ফেলতে হবে।
২. নির্দিষ্ট জায়গায় নিষিদ্ধ কেমিক্যাল সংরক্ষন করতে হবে।
৩. কেমিক্যাল সরবরাহকারীকে অবহিত করতে হবে।
৪. সতর্কতার সহিত নিষিদ্ধ কেমিক্যাল এর চালান গুলো কেমিক্যাল সরবরাহকারীকে ফেরত পাঠাতে হবে।
৫. ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক করতে হবে এবং নিষিদ্ধ কেমিক্যাল এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে।
৬. ভুলক্রমে আমদানিকৃত নিষিদ্ধ কেমিক্যালের তালিকা রেজিষ্টারে রেকর্ড রাখতে হবে।

IRIS GROUP